পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই-নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১২১

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

মার্চ ২০২৩

দাসেরবাজার ইউনিয়নে পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচী'র উন্নয়ন মেলা'সহ বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচির অন্যতম একটি দিক হল কাউকে বাদ দিয়ে নয় বরং সবাইকে উন্নয়নের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা। যার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রত্যেকে যে যার অবস্থান থেকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ভোগ করা। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর একটি নিজস্ব কর্মসূচি হিসেবে 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি' সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগণের টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পদক্ষেপ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে সুনামগঞ্জের সুরমা ইউনিয়নে এবং পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে মৌলভীবাজারের দাসেরবাজার ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি' সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি' একটি পরিবারভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি পরিবারের বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আর্থিক সেবার পাশাপাশি একটি পরিবারকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পুষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন'সহ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ। সেইসাথে কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সাথে সমন্বয় সাধন করা।

পদক্ষেপ তার সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্যোগে উন্নয়ন মেলা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আলী কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশকর্মী ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকবে না। বৈষম্য দূর করতে হবে। সব মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে। কিছু মানুষ পিছিয়ে আছে। তারা আসলে বংশানুক্রমে দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে। তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'যারা ধনী, তারা সবসময় ধনী থাকবে। যারা দরিদ্র, তারা সবসময় দরিদ্র থাকবে এটা কাম্য নয়। উন্নয়নের মহাসড়কে টিকে থাকতে হলে তৃণমূল পর্যায় থেকে মাদক, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক'সহ সকল ধরণের সামাজিক ব্যাধি দূর করতে হবে। এগুলো সমৃদ্ধির পথে বাঁধার সৃষ্টি করে।'

সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ এর সহধর্মীনি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ, দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন কুমার চক্রবর্তী। অলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পদক্ষেপ এর সিলেট এরিয়ার সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আশরাফুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সিনিয়র পরিচালক ও রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক মোঃ শামীম মিয়া, ও খান গোলাম মোস্তফা, বি-বাড়ীয়া জোনের সহকারি পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ মুর্শেদুজ্জামান, কমিউনিকেশন সেলের মোঃ রাজিব আহমেদ, দাসেরবাজার ব্রাঞ্চের সমন্বয়কারী জয়কুমার সরকার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সেবা গ্রহণকারী সদস্য, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, যুব সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

পরে দাসেরবাজার ইউনিয়নের আলী কমিউনিটি সেন্টারের সামনে উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, সমৃদ্ধি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পিঠা ঘর, নার্সারী, সমৃদ্ধি বাড়ি, সবজি স্টল, হস্ত শিল্প ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প'সহ ১০টি স্টল স্থাপন করা হয়। অতিথিবৃন্দ মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং স্টলের বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী, গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করেছে পদক্ষেপ

গত ১৭ মার্চ 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস', ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' এবং ২৬ মার্চ 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' যথাযথ মর্যাদায় পদক্ষেপ এর পক্ষ থেকে উদযাপন করা হয়। দিবসগুলো উপলক্ষ্যে সকল অফিস ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জা, জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ'সহ পদক্ষেপ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু'র জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ সকালে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পাশাপাশি পদক্ষেপ এর পক্ষ থেকে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া গোপালগঞ্জ এরিয়ার আওতাধীন সকল অফিস সমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি দেশব্যাপী সংস্থার সকল অফিস কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রধান কার্যালয়'সহ সংস্থার সকল অফিসসমূহে বঙ্গবন্ধু'র ছবি ও বাণী সম্বলিত ব্যানার/ ফেস্টুন প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৭ মার্চ উপলক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিতব্য ই-নিউজ এর ১টি বিশেষ সংখ্যা বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে বিভিন্ন প্রকাশনা ছাপানোর লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু'র জীবনী, স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধু'র দর্শণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের রচিত ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ১৭ মার্চ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও গ্রাহক সমন্বয়ে গত ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে "স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধু'র জন্মদিন, শিশুদের চোখে সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন" শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রোগ্রাম উইং এর সহকারী পরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা, স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রাধিকার খাতসমূহ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা, ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পাইলটিং কার্যক্রম, শিশুদের চোখে সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন -স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রতিকূলতা/চ্যালেঞ্জসমূহ, স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট পদক্ষেপ এর প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তুলে ধরেন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "আমি প্রথমেই স্মরণ করতে চাই মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার এবং ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু'সহ তাঁর পরিবারের যারা ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত হয়েছেন তাঁদের। তিনি নিহত সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আমার কাছে প্রবন্ধে উল্লেখিত ৪টি স্মার্টনেস এর কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এরমধ্যে নাগরিক, অর্থনীতি, সরকার এবং সমাজকে স্মার্ট হতে বলা হয়েছে। আমরা সমাজের অংশ এবং আমরা একজন নাগরিক, আমরা দেশের অর্থনৈতিক কার্যকালাপের সাথে সম্পৃক্ত। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ৫ গুণ বেড়েছে।

উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকেই আমরা পাকিস্তানের থেকে এগিয়ে। তিনি সংস্থার সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, এবারের মূল প্রতিপাদ্য অনুযায়ী ডিজিটালাইজেশন এর দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সেই জায়গাটায় যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমরা বঙ্গবন্ধু'র সোনার বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাব এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো" বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উক্ত বিষয়ে সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও ইন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "মার্চ মাস বাঙালির আত্মপরিচয়ের গৌরবে উজ্জ্বল, ত্যাগ ও বেদনায় মহীয়ান একটি মাস। স্বপ্ন পুরনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায় দিনটি। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি সুখী সমৃদ্ধি সোনার বাংলাদেশের। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধু'র সেই স্বপ্ন পূরণে দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তথ্যপ্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে অপার সম্ভাবনার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিজয়ে অদম্য অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের প্রতিশ্রুত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রায় শতভাগ দৃশ্যমান হয়েছে।

গত ৭ এপ্রিল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের' তৃতীয় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ভিশন বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু কম্পিউটার দিয়ে ছেড়ে দিলে হবে না, আমাদের সকল কার্যক্রমের মধ্যে স্মার্টনেস আনাটা সময়ের দাবী। তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে আসলে তৈরি করতে হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি। আমরা এতে অনেক পিছিয়ে আছি। তাই পিছিয়ে না থেকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে সংস্থা হিসেবে, এগিয়ে যেতে হবে দেশ হিসেবে"।

এছাড়া ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও সকল জোন অফিস সমূহের ডিসপ্লে বোর্ডে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নির্মম গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণীর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি "২৬ মার্চ 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উদযাপন উপলক্ষে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ভবনে লাল ও সবুজ রঙের আলোকসজ্জা ও সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পদক্ষেপ এর সকল কার্যক্রমের আওতাভুক্ত অস্বচ্ছল গ্রাহকের সন্তানগণ এবং সংস্থায় কর্মরত স্থায়ী কর্মীদের স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা/অধ্যয়নরত মেধাবী সন্তানগণের কাছ থেকে "বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি" প্রদান করার জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি দিবসগুলোর উদযাপন বিষয়ক পদক্ষেপ এর ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজ'সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন স্লোগান ও ব্যানার প্রদর্শন এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচী প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। তাই বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে হবে। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু'সহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

পদক্ষেপ এর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

প্রতিবছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। নারী দিবস নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে একটি মাইলফলক। ১৯১১ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। তারপর থেকে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে এবং নারীর অধিকার এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হয়ে উঠেছে। এই দিনটি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা, নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য উদযাপনের উদ্দেশ্যে নানা আয়োজনে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়।

'ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন' এবারের এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশেও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় উদযাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ এর মূলকথা হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করা। বর্তমান সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। তবে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ২০২০ সালের উইমেনস রিপোর্ট অনলাইনের তথ্যমতে, অনলাইনে আমাদের দেশের শতকরা ৭৩ ভাগ নারী সহিংসতার শিকার হন। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী তথাকথিত সামাজিক লোকলজ্জার কারণে কোনো ধরনের কেস রিপোর্ট করেন না এবং ৬৩ শতাংশ নারী জানেনই না যে অনলাইনে সহিংসতার শিকার হলে সাহায্যের জন্য কোথায় যেতে হবে, কীভাবে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। নারীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও অনলাইনে মেসেঞ্জারে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে। ফলে অনেক মা-বাবা তাঁর কন্যা সন্তানকে ইন্টারনেট ব্যবহারের অনুমতি দিতে দ্বিধা বোধ করেন।

নারী দিবসে যেমন নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অর্জন আর অগ্রগতি আমরা উদযাপন করি, তেমনি এই দিনটি একটি হিসাব নেয়ার দিন যে কোথায় কোথায় নারীর প্রতি অবিচার, অন্যায় হচ্ছে, নারীর সময়, শ্রম আর অবদানকে কতটুকু মূল্যায়ন করা হচ্ছে। কোথায় নারীরা বৈষম্যের শিকার আর কোথায় তার প্রাপ্তি অন্যের সমান। একই সময়ে নারী দিবস নতুন করে সংকল্প করার দিন, নতুন প্রত্যয়ে জেগে ওঠার দিন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে পদক্ষেপ এক ভিন্ন ধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করে। পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে ৮ মার্চ সরকারি ছুটি থাকায় গত ১২ মার্চ ২০২২ তারিখে নারী দিবস উপলক্ষে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের সকল নারীদের অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভা ও আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, মাইক্রোফাইন্যান্স ও প্রোগ্রাম উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম সিদ্দীক প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংস্থার সর্বক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, "বস্তুত: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষ এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিত সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুরাশা মাত্র। পদক্ষেপ নারীদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের ক্ষমতায়নে বিভিনমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।"

এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে পদক্ষেপ। কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সংস্থা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ নারী কর্মী দ্বারা ব্রাঞ্চ পরিচালনার মতো ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার মাঠ পর্যায়ে নারী কর্মীদের ড্রপ আউটের হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করে সভায় বেশ কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রত্যেক ব্রাঞ্চে নূন্যতম ২ জন নারী কর্মী পোস্টিং নিশ্চিত করা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে বাসায় যাওয়ার সুযোগ দেয়া, সংস্থার যে কোন কার্যালয়ে সন্ধ্যার পর কোন নারী কর্মীকে দাপ্তরিক কাজে সম্পৃক্ত না রাখা, সরকারী ছুটির দিন নারী কর্মীকে কর্মস্থলে দাপ্তরিক কাজ করানো থেকে বিরত রাখা, নারীদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম এবং নামাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, ব্রাঞ্চে কর্মরত নারী কর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, নারীকর্মীর প্রতি সহকর্মীদের পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রাখা ও তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা, অফিসে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি/ব্রেস্টফিডিং এর ব্যবস্থা রাখা, নারী কর্মীদের পোস্টিং প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধার বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মীর নিজ উপজেলার পার্শ্ববর্তী উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা ও যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা করা, সংস্থার সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দ্রুততম সময়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। উল্লিখিত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মী ও তার তত্ত্বাবধায়কের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে সভায় জানানো হয়।

পদক্ষেপ কেবল দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবেই নয়, প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর নারী বান্ধব এবং নারী পুরুষের সমতায় টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে পিপিইপিপি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

বছরের প্রায় সাত মাস হাওরগুলো পানির নিচে থাকে। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি শুকিয়ে যায়। তখন হাওরের প্রান্তরজুড়ে গজায় ঘাস, যা গবাদি পশুর বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি জেলা নিয়ে হাওরাঞ্চলের অবস্থান। হাওর পাড়ের অধিকাংশ মানুষের জীবিকার অন্যতম উপায় এক ফসলী বোরো জমি। এই একটা মাত্র ফসলকে ঘিরে তাদের সকল কিছু মেটাতে হয়। আবার বর্ষা মৌসুমে বেশীরভাগ হাওর ও ভূমি জলমগ্ন থাকে। তখন অনেকের জীবিকার একমাত্র উপায় মাছ ধরা ও বিক্রি করা। তবে বর্তমানে হাওর ও কৃষক বান্ধব সরকার হাওর তথা কৃষক ও মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি পদক্ষেপ দেশের হাওর এলাকার সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্পটি ২০২০ সাল থেকে পদক্ষেপ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা এবং হবিগঞ্জ জেলার আজমীরিগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এফসিডিও এর যৌথ অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ২.৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২৩ মাসে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইজিএ প্যাকেজ বিতরণ, অপুষ্ট শিশুর উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তৈরীর উপকরণ প্রদান, মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ও ন্যাপকিন বিতরণ, কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় ফলের চারা বিতরণ ও আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইজিএ প্যাকেজ বিতরণ

প্রকল্পের কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় গত ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখ কাস্তুল, পূর্ব-অষ্টগ্রাম ও বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়নের ২৪ জন প্রতিবন্ধী সদস্যদের মাঝে হুইল চেয়ার, ২৬ জনকে স্ট্রেচার লাঠি, ৩ জন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীকে শ্রবণ যন্ত্র প্রদানের জন্য নির্বাচিত সদস্যদের জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, ভাগলপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জে ডাক্তার কর্তৃক কান পরীক্ষার মাধ্যমে শ্রবণ যন্ত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ পূর্ব-অষ্টগ্রাম ও বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়নের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ৮ জন প্রতিবন্ধী সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসার উপকরণ ও মালামাল প্রদান করা হয়। এছাড়া ছাগল ও হাঁস পালনের জন্য ১ জন সদস্যেকে ৫টি ছাগল এবং আরও ১ জন সদস্যেকে ২০টি হাঁস প্রদান করা হয়। সহায়ক উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থিক, যোগাযোগ ও যাতায়াতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এসময় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অপুষ্ট শিশুর উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তৈরীর উপকরণ প্রদান

শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করার কারণে আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টি এবং রোগ সংক্রমণের প্রতি ঝুকিপুর্ণ যা শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী। শিশুর অপুষ্টি এবং মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে পিপিইপিপি প্রকল্পের অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে নিউট্রিশন কম্পোনেন্টের আওতায় গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে পূর্ব অষ্টগ্রাম ইউনিয়নে ১৮ জন, কাস্তুল ইউনিয়নে ২৪ জন এবং বাঙালপাড়া ইউনিয়নের ১৮ জন'সহ সর্বমোট ৬০ জন অপুষ্ট খর্বকৃতি এবং কম ওজন শিশুর জন্য উচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার যেমন-পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়া ইত্যাদি তৈরীর উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে মা'দের মাঝে এর রেসিপি ও রন্ধন প্রণালী বর্ণনা করেন কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) সুজন আহমেদ। শিশুকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি সম্পূরক খাবার প্রদানের ফলে শিশুর জীবন ও পর্যাপ্ত মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে অষ্টগ্রাম এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ কামরুজ্জামান ও কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ও ন্যাপকিন বিতরণ

ঋতু স্রাবকালীন সময়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা একজন নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমানে বাংলাদেশে মাত্র ২৯% নারীর স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা রয়েছে। পিপিইপিপি প্রকল্পভুক্ত অতি দরিদ্র খানা সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার অনেক কম পরিলক্ষিত হয়েছে। পুরাতন ও অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহারের ফলে নারীরা অনেক ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে পরিবারের নারীদের অভিজ্ঞতা কম। এর প্রধান কারণ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা, স্যানিটারি ন্যাপকিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তা ও লজ্জা ইত্যাদি। এই সমস্যা লাঘবের লক্ষ্যে অষ্টগ্রাম উপপ্রকল্প ইউনিটের কাস্তুল, পূর্ব-অষ্টগ্রাম এবং বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়নের সর্বমোট ১০টি মা ও শিশু ফোরাম এবং ৫টি কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মা ও শিশু ফোরাম ও কিশোরী ক্লাবের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। এসময় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় ফলের চারা বিতরণ

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে অক্সিজেন এবং খাবার যা আমরা গাছ থেকে পেয়ে থাকি। এ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে নিউট্রিশন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে গত ২৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে পূর্ব-অষ্টগ্রাম ইউনিয়নের ৭০ জন, কাস্তুল ইউনিয়নের ৭০ জন এবং বাঙালপাড়া ইউনিয়নের ৬০ জন'সহ সর্বমোট ২০০ জন প্রসপারিটি প্রকল্পের প্রতি সদস্যের মাঝে ১টি আম, ২টি পেয়ারা এবং ২টি লেবু গাছের চারা'সহ মোট ৫টি করে ১০০০টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে। এই চারা থেকে প্রাপ্ত ফল তাদের পুষ্টি চাহিদা পুরণের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে সুযোগ সৃস্টি হবে।

আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড

আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রমের আওতায় অষ্টগ্রাম উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে চলতি মাসে ছাগল পালন, ফিশিং গিয়ার বিষয়ক উদ্যোক্তা তৈরি, গরু মোটাতাজাকরণ এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণের জন্য ৫টি ভ্যানগাড়ি বিতরণ'সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরমধ্যে গত ২৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে 'ছাগল পালন' বিষয়ক অগ্রসরমান অতিদরিদ্র ৯ জন সদস্যকে ৪টি করে মোট ৩৬টি এবং প্রাক-অগ্রসরমান ১২ জন সদস্যকে ৬টি করে মোট ৭২টি ছাগল বিতরণ করা হয়। এ সময় ছাগলের বাসস্থান, মাঁচা তৈরি এবং ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া ২৭ মার্চ তারিখে 'ফিশিং গিয়ার বিষয়ক উদ্যোক্তা তৈরি' বিষয়ক কার্যক্রমে অগ্রসরমান অতিদরিদ্র ১৩ জন সদস্যদের মাঝে ফিশিং গিয়ার তৈরির বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। ২৮ মার্চ তারিখে জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের 'গরু মোটাতাজাকরণ' বিষয়ক কর্মকাণ্ডের আওতায় অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তুল, পূর্ব অষ্টগ্রাম ও বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়নের ১৮ জন সদস্যকে স্থানীয় গরুর হাট থেকে ১৮টি ষাড় গরু ক্রয় করে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ২৮ মার্চ তারিখে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ডের আওতায় অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তুল, পূর্ব অষ্টগ্রাম ও বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়নের অগ্রসরমান অতিদরিদ্র ৫ জন সদস্যকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ৫টি ভ্যানগাড়ি'সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম উপজেলার এরিয়া কোঅর্ডিনেটর মোঃ কামরুজ্জামান, কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রাহমান ও সুজন আহমেদ, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হক ও নিকাশ চন্দ্র সরকার ও মনিটরিং অফিসারবৃন্দ।

আরএমটিপি প্রকল্পের উচ্চমূল্যের দেশীয় প্রজাতির মাছের মানসম্মত পোনা উৎপাদন ও সরবরাহকরণে অনুদান প্রদান

গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর আওতায় "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের উচ্চমূলের দেশীয় প্রজাতির মাছের মানসম্মত পোনা উৎপাদন ও সরবরাহকরণের লক্ষ্যে কোটালীপাড়া উপজেলার বাগণ্ডা পিনজুরী গ্রামের কাজী এমদাদুল হক, পিতা: কাজী এনামুল হককে নির্বাচিত করে "কাজী এগ্রো হ্যাচারী এ্যাণ্ড নার্সারীকে" প্রকল্পের ৫ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। উক্ত অনুদানের অর্থ দিয়ে তিনি দেশীয় প্রজাতী'সহ উচ্চমূল্যের হালদা নদীর/জি-৩/সুবর্ণ রুই মাছ, বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ রক্ষা, মানসম্মত মাছ ব্যবহার করে পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্য চাষীদের নিকট নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রাখা, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, প্রচারণা ও বাজারজাতকরণ সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করবেন। পাশাপাশি প্রকল্প চলাকালীন সময় পর্যন্ত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি না হওয়া সাপেক্ষে এ অনুদান গ্রহণে চুক্তিবদ্ধ এবং মানসম্মত ও নিরাপদ মৎস্য পোনা উৎপাদনের জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এসময় প্রকল্প সম্বন্বয়কারী মো: রফিকুল ইসলাম, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: শফিকুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, আরএমটিপি প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, কোটালীপাড়া ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো: মোস্তফা কামাল, প্রকল্পের এভিসিএফ মো: নাহিদ হাসান এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ প্রতিনিধি'র স্ট্রিট ফুড প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্ব ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহযোগীতায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ-প্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় গত ২০-২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ এর প্রোগ্রাম অফিসার মুহম্মদ ইব্রাহিম। পরিদর্শনকালে তিনি নিউ পারভেজ ও রাজুর ধাবা হোটেল এবং আবার খাব 'টি' স্টল'সহ আরো কিছু হোটেল ও রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করেন। তিনি উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিরাপদ খাদ্য তৈরীর বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত সকল উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং পোড়া তেল কিভাবে সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও প্রস্তাবিত চিকলি পার্কে স্ট্রিট ফুড মার্কেটের জায়গা পরদির্শন করেন। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই প্রক্রিয়া যেন চলমান থাকে। এসময় সহকারী পরিচালক ও প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দিকা, রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানজোর মো: ফখরুল আহমেদ, প্রকল্পের পরিবেশ র্কমকর্তা মৌসুমী কর এবং টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়'সহ অন্যান্য র্কমকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

হস্তশিল্প প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পের 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ গত ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানো"। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় রংপুরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রফেসর আতিউর রহমান। তিনি পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি ব্যবসায়ীক সকল কার্যক্রম যেন পরিবেশকে ঠিক রেখে পালন করা হয় তার উপর আলোকপাত করেন। প্রশিক্ষণে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইরফানুল বারী সরকার শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মাজেদুল হক। প্রশিক্ষণটিতে টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

আরএমটিপি প্রকল্পের নিরাপদ মৎস্য পণ্য 'রেডি টু কুক' উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে অনুদান প্রদান

গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এর আওতায় নিরাপদ মৎস্য পণ্য 'রেডি টু কুক' উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কোটালীপাড়া উপজেলার ধোড়ার পূর্ব পাড়া গ্রামের মো: ফরমান আলীর ছেলে মুজাহিদুল ইসলাম আবিরকে নির্বাচিত করে প্রকল্পের ৩.৭৫ লক্ষ টাকার অনুদান দেয়া হয়। এই অনুদানের মাধ্যমে তিনি ডিপ ফ্রিজ, লিফলেট, মৎস্যপণ্য মোড়ক, প্রচারণা ও পরিচালনা সরবরাহ, মার্কেটিং'সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করবেন। পাশাপাশি তিনি প্রকল্প চলাকালীন পর্যন্ত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি না হওয়া সাপেক্ষে এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সম্বন্বয়কারী মো: রফিকুল ইসলাম, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: শফিকুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, আরএমটিপি প্রকল্পের ভিসিএফ জনাব কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, কোটালীপাড়া ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো: মোস্তফা কামাল, প্রকল্পের এভিসিএফ মো: নাহিদ হাসান, স্থানীয় ব্যক্তি মো: খায়রুল ইসলাম, ও চাঁদ মিয়া প্রমুখ। আরএমটিপি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সংস্থার আরএমটিপি প্রকল্পের প্রকল্প সম্বন্বয়কারী, ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া এবং সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ম্যানেজার। আলোচনায় বক্তরা বলেন, প্রকল্প এলাকায় নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজটি অন্যান্য সদস্যদেরকে সহায়তার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পদক্ষেপ এর মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বনভোজন

আমরা সকলে বর্তমানে যে যার জীবনে অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিদিনের ব্যস্ততা জীবনকে ঘিরে থাকলে মানুষের জীবন নিরস হয়ে উঠতে পারে। আর একটি নিরস জীবনে গতিময়তা থাকলেও প্রাণবন্ততা থাকেনা। সেই প্রাণহীন জীবনে রোজকার ইঁদুর দৌড়ে মানুষ নিজেকে অন্ধকারের অতলে হারিয়ে ফেলে। কর্ম জীবনের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রানের জন্য পদক্ষেপ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে প্রতি বছর বনভোজনের আয়োজন করে থাকে। এবারও পদক্ষেপ এর সকল জোনের বিভিন্ন এরিয়া ও ব্রাঞ্চ অফিসের স্টাফবৃন্দ বার্ষিক বনভোজন বা আনন্দ ভ্রমনের আয়োজন করে। যদিও করোনার কারণে কয়েক বছর বন্ধ থাকলেও করোনা পরবর্তী মানুষের জীবনের একঘেয়েমি থেকে উচ্ছলতায় কাটাতে দিনব্যাপী বনভোজনে ছিল প্রীতিভোজ, আলোচনা, খেলাধুলা, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি, গান ও অভিনয়, লাকি কুপন ড্র, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হই হুল্লোড়। বনভোজনে বাচ্চাদের জন্য বিশেষ ইভেন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়। বনভোজনগুলোতে সংশ্লিষ্ট প্যানেল লিডার'সহ সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং কমিউনিটি ম্যানেজারেরা তাদের পরিবারসহ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের জন্য বনভোজনের দিনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দময়। এধরণের আয়োজনের মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে কর্মের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ও অভ্যন্তরিণ যোগাযোগ সুদৃঢ় হয় যা সুন্দর কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পদক্ষেপ এর RAISE প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতটি মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক; তাই এ খাতকে শক্তিশালী করতে এর সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। কেননা ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের যেকোন দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি উদ্যোক্তার ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই এ খাতের নানাবিধ দুর্যোগ মোকাবেলা করে ব্যবসাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ: ব্যবসায় ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসা পরিচালনা করা ও ব্যবসাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে নতুন করে সাজানো।

কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পদক্ষেপ দেশের শহর উপশহর এলাকার ১২টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি বাঞ্চে ৫ বছর মেয়াদি Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ তাদের উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক মোট ২৪টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গত মার্চ ২০২৩ মাসে প্রকল্পের কর্মএলাকার ৬টি জেলার ৯টি উপজেলার ৯টি ব্রাঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত মোট ৪৮০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করেন প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার এবং বাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ।

কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম

রেইজ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী এবং পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য কর্মসূচী যেমন-অগ্রসর. বুণিয়াদ, জাগরণ ইত্যাদির আওতায় যে সকল উপকারভোগী রয়েছে তাদের অংশগ্রহণে কমিউনিটি আউটরিচ

প্রোগ্রামটি প্রকল্পের কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তভূক্ত গুরু-শিষ্য/ শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে ৬ মাসব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ-তরুণী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর রেইজ ঋণ প্রদান বিষয়ে তাদের কাছে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির তথ্য পৌঁছে দিতে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও তাদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইফটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ'সহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রেইজ প্রকল্পের শিক্ষানবিশ কার্যক্রম

দেশের তরুণদের মধ্যে অধিকাংশই অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ যার ফলে তারা কাঙ্খিত মজুরী এবং শোভন কাজ বা ডিসেন্ট ওয়ার্ক হতে বঞ্চিত। ছোট উদ্যোগকে লো-লেভেল টেকনোলজি ট্রাপ ও তরুণদেরকে স্বল্প মজুরি চক্র হতে বের করে নিয়ে আসা এবং মর্যদাপূর্ন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের শহর উপ-শহর এলাকার তরুণদের জীবন-দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সমৃদ্ধ কারিগরি দক্ষতাও প্রদান করছে। এর ফলে, প্রশিক্ষিত তরুণদের কর্ম-পরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে যা সামগ্রীকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত বেকার তরুণ-তরুণীদের উপর্যুক্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর (মাস্টার ক্রাফট পার্সন) এর অধীনে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাসব্যাপী কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গত ১ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণটি আগামী জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো, দক্ষ ওস্তাদ নির্বাচনের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পের আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ তরুণীদেরকে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান; শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; আত্মকর্মসংস্থান বা মুজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা। আদাবর, মিরপুর ও মৌচাক এই ৩টি কর্মএলাকায় প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৫ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৭০জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাস-ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডগুলো হলো- ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণটি পদক্ষেপ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম) সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন, সংরক্ষণ এবং টেকসই পরিবেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর। খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এর ঠোঙায় ব্যবহার না করার এবং প্লাস্টিক ব্যবহার এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করেন টেকনিকলি অফিসার লিভা আক্তার। ঢাকা এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার সানোয়ার কবির নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হোটেল/রেস্টুরেন্ট এর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। "নিরাপদ খাদ্য, সুন্দর পরিবেশ, সুস্থ দেহ ও মন এই বিষয়গুলো সামনে রেখে আগামীর জন্য একটি সুস্থ্য জাতি ও বসবাস উপযোগী দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলায় অঙ্গীকার" ব্যাক্ত করে প্রশিক্ষণটি শেষ হয়।

পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

''প্লাষ্টিক ও পোড়া তেলের ব্যবহার বন্ধ করি সুস্থ থাকি এবং পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখি'' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার উদ্যোক্তাদের নিয়ে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় সেমিনারটি রংপুর ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে শুরুতে প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের পরিবেশগত উন্নয়নমূলক চর্চাগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করেন প্রকল্পের মনিটরিং এ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মোঃ মোস্তাফিজার রহমান। হোটেল/রেস্টুরেন্ট এর পরিবেশ সম্মত উপায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, হোটেল/রেস্টুরেন্ট এ সৃষ্ট বর্জ্য কিভাবে সঠিক সংরক্ষণ করা যায় এবং পোড়া তেল ও প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার নন্দী গোপাল রায়। স্বাস্থ্য সম্মতভাবে জীবনযাপন করতে হলে পরিবেশকে বাঁচাতে হবে কারণ পরিবেশ বাঁচলে বাঁচবে পৃথিবী, বাঁচবো আমরা। আর এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি করা। পরিবেশ রক্ষায় সবাই সচেতন হবে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সেমিনারে সমাপ্ত করা হয়।

বগুড়া সদর ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন

সম্প্রতি রাজশাহী জোনের বগুড়া এরিয়ার বগুড়া সদর ব্রাঞ্চের ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে। ব্রাঞ্চে পূর্বের তুলনায় কার্যক্রমের সুবিধার্থে ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে অফিস ভবন পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাবুল)এর বাসা, বাড়ি নং-০২, রোড নং-৩০, উপশহর, বগুড়া সদর, বগুড়া এই ঠিকানায় বগুড়া ব্রাঞ্চের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। গত ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে নতুন ভবনে অফিস স্থানান্তর করা হয়।

শোক বার্তা

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম উত্তর জোনের রাঙ্গুনিয়া এরিয়ার আওতাধীন হোসনাবাদ ব্রাঞ্চের সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) চম্পা চাকমা (কর্মী পরিচিতি নং-০১৯১৭৫০৩১৫) গত ৫ জুন ২০২৩ তারিখে সন্ধ্যা ০৭.৪৫ ঘটিকায় অফিস শেষে বাসায় ফিরার পথে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৮ বছর। আমাদের সহকর্মীর এই অকাল ও দুঃখজনক এবং শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত ও ব্যথিত। মরহুমের মৃত্যুতে ও অপূরণীয় ক্ষতিতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মার্চ মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৪৭৭ জন

মার্চ ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য মনোনীত ১০০ জন ও প্রাথমিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৩৩ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' বিষয়ে এবং প্রধান কার্যালয়ের ১৩৪ জন কর্মকর্তাকে ই-নথি সংক্রান্ত Padakhep Action Express সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ক ও ৭ জন ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিকে প্রধান কার্যালয়ের উইং/বিভাগ/ইউনিট এর কার্যক্রম পরিচিতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহিঃসংস্থা সিডিএফ কর্তৃক আয়োজিত ২ জন সিনিয়র ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজারকে Controlling Stress in Microfinance Operations বিষয়ের উপর ১ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পিকেএসএফ কর্তৃক পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মহোদয় Sustaining Organizational Legacy শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৯৪২ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মার্চ ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২৫টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৯৪২ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩টি সভা, ১টি পরীক্ষা ও ৯টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মার্চ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৩৩৩টি

মার্চ ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৩৩৩ জন গ্রাহককে ১.৪৩ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৮,১১৭ জন গ্রাহককে ৫০৬.৯৫ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

মার্চ মাসে ১১৭ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

মার্চ ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফাইন্যান্স বিভাগে উপ পরিচালক পদে ১ জন, গবেষণা, যোগাযোগ ও প্রকাশণা বিভাগে সহকারী পরিচালক পদে ১ জন, নির্বাহী পরিচালক সচিবালয়ে ট্রেইনি এ্যাসিস্টান্ট পদে ১ জন, পিপিএ্যাণ্ডইএস-এ সেলসম্যান পদে ৪ জন, পিআইডিএম-এ সিকিউরিটি গার্ড পদে ১ জন ও ক্লিনার পদে ১ জন এবং ড্রাইভার পদে প্রধান কার্যালয়ে ১ জন, কুমিল্লা জোনে ১ জন ও কিশোরগঞ্জ জোনে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির সুরমা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে ১ জন ও শিক্ষক পদে ১ জন এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১ ও সিএম-২ পদে ১০০ জন, অফিস সহকারী পদে পাটগ্রাম এরিয়ায় ১ জন, জগন্নাথপুর ব্রাঞ্চে ১ জন ও ছাতক ব্রাঞ্চে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

মার্চ ২০২৩ মাসে সিপিএফ হতে ৩৬ জন কর্মীকে ৩৮,৬৯,১০০/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩৭ জন কর্মীকে ১,৪১,৫০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৬৬ জনকে ১৯,৬৪,৮৭৮/- টাকা প্রদান এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে ১৩ জনকে ২,৩০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org